সিডনী মাতিয়ে গেলেন কুমার বিশ্বজিৎ

মীর সাদেক হোসেন

কাগজে-কলমে শীতের প্রস্থান ঘটলেও শীতের ছোঁয়া এখনও কাটেনি। মনের ভুলেই কিনা, বসন্তের ফাঁকে ফাঁকে শীত যেন স্পর্শ করে যায়। ফুলের ঋতু বসন্তে আবারো গাংচিল আর সুস্বাদু খাবারের রেস্তোরা ফখরুদ্দীন যৌথ প্রযোজনায় ২৩ শে সেপ্টেম্বর মারানায় উপহার দিল একটি দারুণ সঙ্গীত সন্ধ্যা। এবারের শিল্পী...না না এখনই নাম বলব না। দেখুন তো কোন মিল খুঁজে পান কিনা। তার জন্ম চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে, প্রথম টিভিতে গান করেন ১৯৮১ তে, সম্প্রতি বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলগুলোতে বিভিন্ন গানের অনুষ্ঠানে বিচারকের ভূমিকা পালন করেন, প্রফেশনাল মিউজিসিয়ান হিসেবে সম্প্রতি তিন দশকের কোটা পূর্ণ করলেন , একি ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক আর গায়ক হিসেবে জাতীয় পুরষ্কার লাভ করেন। পাঠক, কিছুটা কি চেনা চেনা লাগছে? হ্যাঁ পাঠক তিনি আমাদের অতি পরিচিত কুমার বিশ্বজিৎ।

পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় আরো ছিল ভ্রমণ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার সমাধানে সদা প্রস্তুত আনন্দ ট্রাভেল, এ এফ কে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড, ইস্টলেক্সের ফ্যামিলি নিডস সুপার মার্কেট, লাকেম্বার ব্লুটোপাজ, ফাস্ট রেমিট মানি ট্রান্সফার, নিউট্রাল বে'র কারি প্যালেস আর মিডিয়া পার্টনার ছিল বাঙালী পত্রিকা দেশ বিদেশ।

কনসার্টের শুরুতে ছিল সিডনীর জনপ্রিয় ব্যান্ড কৃষ্টির পরিবেশনা। কভার করল দুই বাংলাতে দারুণ জনপ্রিয় চারটি গান। শুরু করল নচিকেতার নীলাঞ্জনা দিয়ে, তারপর গাইল শচীন দেব বর্মণের নিটোল পায়ে, মাইলসের সে কোন দরদিয়া আর ওয়ারফেইজের বসে আছি একা। অন্যের গান উপস্থাপন করার নানান ঝামেলা। শ্রোতার কাছে প্রতি পদে পদে সমালোচিত হবার ভয় থাকে। আর গানগুলো যদি হয় এই কনসার্টে কৃষ্টির কভার করা তাহলে তো কথাই নাই। গানগুলোর নাড়ী-নক্ষত্র সবার জানা। এত জনপ্রিয় গান কভার করতে গেলে যে গুবলেট হবার সম্ভাবনা খুবই প্রকট তা বোঝার জন্যে সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু প্রতিটি গানই কৃষ্টি পরিবেশন করল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে, কৃষ্টির ঢংয়ে। গানগুলো যেন নতুন জীবন পেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা গান শোনাল কৃষ্টি। তারপর পাঁচ মিনিটের ছোট্ট বিরতি। মঞ্চের পর্দা নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল । মিনিট পাঁচেক পর আবার যখন পর্দা উঠল, কনসার্টের দ্বিতীয় পর্ব মানে কুমার বিশ্বজিৎ-এর গানের আগে দেখানো হল প্রায় দশ মিনিটের একটি তথ্য চিত্র। ভিডিও আর স্থির চিত্রে সাজানো এই তথ্য চিত্রে বিশ্বজিৎ-দা'র সঙ্গীত জীবনের কিছু স্মৃতি ফুটে উঠল। বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতে যে কজন শিল্পী সঙ্গীতের ভেলায় চেপে তিন দশক বা তার বেশী সময় ধরে মানুষের মন জয় করে চলেছে কুমার বিশ্বজিৎ তাদের মধ্যে অন্যতম। কিছুদিন আগে সঙ্গীতাংগনে তিরিশের কোটা পূর্ণ করলেন চির সবুজ বিশ্বজিৎ-দা। এই বিশেষ ক্ষণ উদযাপনে সিডনীর অসংখ্য ভক্ত-অনুরাগী যেন বাদ না পড়েন তাই যেন এই কনসার্টের আয়োজন। আয়োজকদের সাধুবাদ।

তথ্যচিত্র শেষ হলে মঞ্চে উঠে এলেন ড্রামে মানিক, কীবোর্ডে বাপ্পি, বেজে শুভ আর লিড গীটারে ইমন। সবাইকে চমক দেবার জন্যে পর্দার আড়ালে থেকে গান শুরু করলেন শিল্পী কুমার বিশ্বজিৎ। দর্শকের সাথে একটু লুকোচুরি। আড়াল থেকে দরদ ভরা কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন, "সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তে তুমি, ও আমার বাংলাদেশ, প্রিয় জন্মভূমি।" একসময় আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। পরনে কালো জ্যাকেট আর কালো জিনস, মুখে গান আর ঠোঁটে হাসি। বেরিয়ে এসে শুধু গানেই সীমাবদ্ধ থাকলেন না। নিজের সাথে উপস্থিত দর্শককেও যুক্ত করলেন। গানের যাদুতে দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণ সে এক দারুণ দৃশ্য।

সদালাপী কুমার বিশ্বজিৎ গান শেষে সিডনী-বাসীর কুসলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাইলেন কাওসার আহমেদ চৌধুরীর লেখা আর লাকি আখন্দের সূর করা যেখানে সীমান্ত তোমার। তারপর একে একে গাইলেন ও ডাক্তার, রুদ্র ভট্টাচার্যের চতুর্দোলায়, নির্বাসনে যাব না, চন্দনা গো রাগ করোনা, স্প্যানিশ ঢঙয়ের গান মেঘলা মেয়ে, তারা ভরা রাত, মা-কে উৎসর্গ করে গান একটা চাঁদ ছাড়া, বসন্ত ছুঁয়েছে আমাকে, ছোট ছোট আশা, তুমি যদি বলো পদ্মা মেঘনা, তুমি রোজ বিকেলে আমার বাগানে, অন্তর জ্বলে, একদিন কান্নার রোল উঠবে, তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে এবং তোমরা একতারা বাজাইও না। গানের ফাঁকে ফাঁকে দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখলেন কথা আর হাস্য রসাত্তক চুটকি দিয়ে। বললেন নিজের জীবনের বেশ কিছু মজার ঘটনা। নিজেকে দর্শক-শ্রোতাদের কাছে একেবারে মেলে ধরলেন।

গানে গানে কেটে গেল বসন্তের আরেকটি সন্ধ্যা। সাজের পাখি নীড়ে ফেরে, কনসার্ট শেষে দর্শক-শ্রোতা বাড়ি ফেরে। ফেরার সময় নিজের অজান্তে মন গেয়ে ওঠে,

বসন্ত ছুঁয়েছে আমাকে
ঘুমন্ত মন তাই জেগেছে
এখন যে প্রয়োজন তোমাকে
নিঃসঙ্গ এই হৃদয়ে!!!